<u>বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৫</u>

দেশে বস্ত্র শিল্পের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং এই খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে-
যেহেতু,বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আইন ও বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজন;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

১। **<u>সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :</u>**

(১) এই আইন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **<u>সংজ্ঞাঃ</u>** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে,এই আইনে-

(১) ''আপীল কর্তৃপক্ষ''বলিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(২) ''উদ্ভিদজাত তন্তু''বলিতে উদ্ভিদের বাকল ও ফল হইতে প্রস্ত্ততকৃত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৩) ''কৃত্রিম তন্তু''বলিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্ত্ততকৃত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৪) ''খনিজজাত তন্তু''বলিতে খনিজ পদার্থ হইতে উৎপাদিত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৫) ''তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠান''বলিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬৪নং আইন) এর ধারা-২ এর দফা (৮) এ বর্ণিত তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে বুঝাইবে;

(৬)'' নিবন্ধন '' বলিতে ধারা ৫ এর অধীন নিবন্ধনকে বুঝাইবে ;

(৭) ''পরিচালক ''বলিতে বস্ত্র পরিদপ্তরের অফিস প্রধানকে বুঝাইবে;

(৮) ''পোষক কর্তৃপক্ষ''বলিতে এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে ;

(৯) ''প্রাণীজাত তন্তু''বলিতে প্রাণীর শরীর হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তন্তুকে বুঝাইবে;

(১০)"ফৌজদারী কার্যবিধি" বলিতে Code of Criminal procedure ,1898(Act no.V of 1898) বুঝাইবে ;

(১১) ''বস্ত্র পরিদপ্তর''বলিতে এই আইন জারীর তারিখে বিদ্যমান বস্ত্র পরিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(১২) ''বিধি''বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালাকে বুঝাইবে ;

(১৩) ''ব্যক্তি''বলিতে বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সরকারি কিংবা বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ,কোম্পানি, এবং অংশীদারী কারবারকে বুঝাইবে;

(১৪) ''বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান''বলিতে উদ্ভিদ ,প্রাণী,খনিজ হইতে প্রাপ্ত তন্তু এবং কৃত্রিম তন্তু কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করিয়া বস্ত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যে কোন স্তর ও ধাপের যে কোন পণ্য উৎপাদন ও বস্ত্র শিল্পের যে কোন কাঁচামাল বা মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে ;

(১৫) "মোবাইল কোর্ট "বলিতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪ এ বর্ণিত কোর্টকে বুঝাইবে;

(১৬) ''রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠান''বলিতে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৩নং আইন) এর ধারা-২ এর দফা (৪) এ বর্ণিত পণ্য উৎপাদনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(১৭) ''সরকার''বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(১৮)"সমন্বয়ক''বলিতে বস্ত্র পরিদপ্তরের পরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(১৯)''স্টেকহোল্ডার''বলিতে বস্ত্র শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে বুঝাইবে।

৩। **<u>আইনের প্রাধান্যঃ</u>** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন ,এই আইন ও এই আইনের অধীন প্রণীত বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **<u>পোষক কর্তৃপক্ষঃ</u>** এই আইন ও এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধির আলোকে বস্ত্র পরিদপ্তর বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিবে ।

৫। **<u>নিবন্ধন</u>** :

(১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর পোষক কর্তৃপক্ষ এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালিত হইলে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মঞ্জুর করতঃ নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে এবংবিধানাবলী প্রতিপালিত না হইলে আবেদন নামঞ্জুরের কারণ আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৩) অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন নিবন্ধন প্রাপ্ত বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই আইন কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পোষক কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধনের জন্য এই ধারার (১) উপধারা মোতাবেক আবেদন করিতে হইবে।

(৪) পোষক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে না;

তবে, রেশম এবং তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠান এই নিবন্ধনের আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

৬।**<u>নিবন্ধন ও সেবা ফি</u>** : আবেদনকারী সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত হারে নিবন্ধন ফি এবং প্রতিটি সেবার জন্য ধার্যকৃত সেবা ফি প্রদান করিবে, যা বস্ত্র পরিদপ্তর সরকারিখাতে জমা করিবে।

৭। **<u>পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তরের কার্যাবলী ও দায়িত্ব:</u>**

(১)<u>কার্যাবলী:</u>

(ক) বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ ও উহার সংশোধনী প্রদান;

(খ) টেক্সটাইল বা সহযোগী টেক্সটাইল মেশিনারীজ ছাড়করণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(গ) বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ব্যবহার অনুমতি), ইমপোর্ট পারমিট (আমদানি অনুমতিপত্র),এডহক শিল্প আই.আর.সি (আমদানি নিবন্ধন প্রত্যয়ন পত্র) ও শিল্প আই.আর.সি নিয়মিতকরণের জন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর বরাবর সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) কম্পোজিট সার্টিফিকেট প্রদান;

(ঙ) ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(চ) শিল্প প্লট বরাদ্দের বিষয়ে রাজউক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রদান;

(ছ) ওয়ার্ক পারমিট,পি আই ভিসা,ই-ভিসা এবং অন আরাইভল্ ভিসার জন্য যথাযথ অথবা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান ;

(জ) গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও ওয়াশিং কারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

(ঝ) ডেফার্ড পেমেন্টের বিষয়ে অনাপত্তি বা সুপারিশ পত্র প্রদান অথবা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর মতামত প্রদান;

(ঞ) বন্ড লাইসেন্সে এইচ.এস কোড সহ নতুন পণ্যের সংযোজন বা বিয়োজনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ট) সকল ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান;

(ঠ) অনাপত্তি পত্র (বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে) ;

(ড) এই আইনের অধীনে উদ্ভুদ যে কোন কার্যক্রম।

(২) **সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব :**

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,বিনিয়োগ বোর্ড,রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো,আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস ,শ্রম অধিদপ্তর,গণপূর্ত অধিদপ্তর,কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর,বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা ,বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তর ও সংস্থা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে বস্ত্র পরিদপ্তর এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমন্বয়কের(co-ordinator)দায়িত্ব পালন করিবে;

(খ) পরিবেশ সুরক্ষায় বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ এবং বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্গত তরল বর্জ্য হইতে পানি দূষণ রোধের বিষয়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ,১৯৯৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বস্ত্র পরিদপ্তর সমন্বয়কের (co-ordinator) দায়িত্ব পালন করিবে।

৮. **বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি**:

(ক) কারিগরি ও টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত একই প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বস্ত্র পরিদপ্তর সমন্বয়কের (co-ordinator) দায়িত্ব পালন করিবে। এক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্প সম্পর্কিত চাহিদা ভিত্তিক সমজাতীয় কারিকুলাম প্রণয়নে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বস্ত্র পরিদপ্তরকে সহযোগীতা প্রদান করিবে;এবং

(খ) বস্ত্র পরিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও মান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বস্ত্র পরিদপ্তর পালন করিবে।

৯। **নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে,যদি -

(১) প্রতিষ্ঠানের ভবন কাঠামোগতভাবে নিরাপদ বা আগুন,বিদ্যুৎ অথবা গ্যাস জনিত দূর্ঘটনা হইতে সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক সুরক্ষিত হয় ।

(২) প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে যে সকল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ও শর্তপূরণের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে তাহা পূরণ হয় ।

(৩) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট শর্তাদি পূরণ হয়। এবং

(৪) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন,১৯৯৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

১০। **নিবন্ধন সনদের মেয়াদ,নবায়ন ইত্যাদি:**

(১) নিবন্ধন সনদের মেয়াদ হইবে ০৩(তিন) বৎসর এবং ৩(তিন) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ০১(এক) মাস পূর্বে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান করিয়া নিবন্ধন নবায়নের আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর পোষক কর্তৃপক্ষ এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালিত হইলে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মঞ্জুর করতঃ নিবন্ধন নবায়ন করিবে এবংবিধানাবলী প্রতিপালিত না হইলে আবেদন নামঞ্জুরের কারণ আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৪) বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদের মূলকপি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আবেদন করিলে ডুপ্লিকেট নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হইবে।

১১। **<u>নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর ও ঠিকানা পরিবর্তনের উপর বিধি নিষেধঃ</u>**

(১) কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার নিবন্ধন সনদ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(২) মালিকানা হস্তান্তর করিলে বস্ত্র পরিদপ্তর হইতে পুনরায় নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) পোষক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে উহার অফিস ও কারখানার ঠিকানা পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং উক্তমতে ঠিকানা পরিবর্তনের (০৩) তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল দপ্তর বা সংস্থার অনুমোদনপত্র দাখিল করিয়া নিবন্ধনের ঠিকানা সংশোধনপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। **<u>নিবন্ধন সনদ স্থগিত বা বাতিলঃ</u>**

পোষক কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কোন কারণে উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে। যদি-

(১) মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিলে ।

(২) এই আইন, বিধি বা নিবন্ধন সনদের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে ।

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করিলে ।

(৪) কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত কার্যাবলী নিশ্চিত না করিলে ।

(৫) কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে উহার অবসায়ন হইলে।

১৩। **<u>পরিদর্শন, তথ্যাদি গ্রহণ ও সংরক্ষণ :</u>**

বস্ত্র পরিদপ্তরের ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে পারিবে।বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান বস্ত্র পরিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি বস্ত্র পরিদপ্তরে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বস্ত্র পরিদপ্তর প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি তথ্যভান্ডার (data base) সংরক্ষণ করিবে।

১৪। **<u>নিবন্ধিত বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা :</u>**

নিবন্ধিত বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি, আধাসরকারি, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ,সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডবডি, এসোসিয়েশন, ব্যাংক,বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদেয় সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

১৫। **<u>অপরাধ ও দন্ড :</u>** এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবেঃ

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন গ্রহণ না করিলে ।

(২) পরিদর্শন কাজে বাধা প্রদান বা অসহযোগীতা করিলে।

(৩) উপ-ধারা (১) হইতে (২) পর্যন্ত কোন অপরাধ করিলে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে ।

১৬। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ,বিচার ইত্যাদি:**

(১) পোষক কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে দায়েরকৃত অভিযোগ ব্যতীত এই আইনের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধকে কোনো আদালত আমলে বা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ,এই আইনের অধীন –

(ক) অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য হইবে;

(খ) সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৭। **পোষক কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলঃ**

(১) পোষক কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে।।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) মোতাবেক দায়েরকৃত আপীল ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,সরকার,গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণঃ**

এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য বা সরল বিশ্বাসে কোন কিছু সম্পাদন করিবার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য, সরকার বা কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২০। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ:**

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার,গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২১। **হেফাজতঃ**

পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক ২৬/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হইতে যে সকল কার্যাদি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এই আইনের আওতায় সম্পাদন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।